বাংলাদেশ রেলওয়ের প্যানেল আইনজীবীর (আপীল ও হাইকোর্ট বিভাগ) কর্মপরিধি
(Terms of Reference)

১। পটভূমি

বাংলাদেশ রেলওয়ে দেশের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র পরিচালিত পরিবহন সংস্থা। বাংলাদেশ রেলওয়ে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে বিভক্ত হয়ে দেশের বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে পরিবহন সেবা প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ রেলওয়ের মালিকানাধীন প্রায় ৬২ হাজার একরের অধিক ভূমি রয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমির মালিকানা, প্রশাসনিক ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ও আপীল বিভাগ এবং বিভিন্ন দেওয়ানী আদালত ও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের বেশকিছু সংখ্যক মামলা চলমান রয়েছে এবং প্রতিনিয়তই মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ রেলওয়ের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পাবলিক প্রসিকিউটরের মাধ্যমে মামলাসমূহ সময়মত ও সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ফলশ্রুতিতে রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের জন্য প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার অধীনে বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চল (পূর্ব ও পশ্চিম) এবং প্রধান কার্যালয়, মহাপরিচালকের কার্যালয়, রেলভবন, ঢাকার জন্য অর্থ বিভাগের সম্মতি সাপেক্ষে সুনির্দিষ্ট সংখ্যক প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের অনুমোদন দেওয়া হয়। বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান কার্যালয় তথা মহাপরিচালকের কার্যালয়, রেলভবন, ঢাকার আওতায় উভয় অঞ্চলের (পূর্ব ও পশ্চিম) জন্য মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল ও হাইকোর্ট বিভাগের জন্য যথাক্রমে ৪ (চার) জন ও ২০ (বিশ) জন আইনজীবী নিয়োগের সংস্থান রয়েছে। তাই, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকের কার্যালয় মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল ও হাইকোর্ট বিভাগে বাংলাদেশ রেলওয়ের মামলাসমূহ সঠিকভাবে পরিচালনার স্বার্থে নীতিমালা অনুযায়ী যোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞ আইনজীবীর প্যানেল নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের মাধ্যমে মামলাসমূহ দ্রুত ও সঠিকভাবে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে।

২। নীতিমালা

"রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের জন্য প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ নীতিমালা-২০২১ (সংশোধিত)"- এর আওতায় বিজ্ঞ আইনজীবীদের প্যানেল নিয়োগ এবং নিয়োজিত (অস্থায়ী) আইনজীবীর চুক্তির শর্তাবলী নির্ধারিত হবে। নীতিমালার আলোকে আইনজীবীদের যোগ্যতা Public Procurement Act-2006 ও Public Procurement Rules-2008 অনুযায়ী বুদ্ধিবৃত্তিক সেবাগ্রহণ সংক্রান্ত বিধিবিধান অনুসরণে বাছাইপূর্বক বিজ্ঞ আইনজীবীদের প্যানেল চূড়ান্তকরণের সুপারিশ প্রণয়ন করা হবে।

৩। উদ্দেশ্য

মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগ ও প্রশাসনিক আপীলেট ট্রাইব্যুনালে বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষে মামলাসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ পরিচালনা।

৪। চুক্তি পরিচালনা

নিয়োগের (অস্থায়ী ভিত্তিতে) সুপারিশকৃত আইনজীবীগণ বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকের কার্যালয়, যুগ্ম-মহাপরিচালক (পার্সোনেল) দপ্তরের সিনিয়র আইন কর্মকর্তা বা আইন কর্মকর্তা, রেলভবন, ঢাকার সাথে চুক্তিবদ্ধ হবেন এবং তাদের সম্মানী ও ভাতাদি মহাপরিচালকের পরিচালন বাজেটের আওতায় উক্ত দপ্তরের মাধ্যমে নির্বাহ করা হবে। চুক্তি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি উক্ত দপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

৫। সেবার বিবরণ

বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান কার্যালয় তথা মহাপরিচালকের কার্যালয়ের জন্য নিযুক্ত প্যানেল আইনজীবীগণ বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট আইন কর্মকর্তা এবং অ্যাটর্নি জেনারেল দপ্তরের সাথে সমন্বয় করে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রশাসনিক আপীলেট ট্রাইব্যুনালসহ) মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন করবেন। মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সিনিয়র আইন কর্মকর্তা বা আইন কর্মকর্তা, রেলভবন, ঢাকার চাহিদা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন জমা দিবেন। মামলা সংক্রান্ত পেপার বুক তৈরীসহ সিপিএলএ, সিভিল আপীল ও রিভিউ দায়েরের যাবতীয় কাজ, দফাওয়ারি জবাব প্রস্তুত, এফিডেভিট ইন অপোজিশন প্রস্তুতসহ জবাব দেওয়ার যাবতীয় কাজ নিয়োগকৃত প্যানেল আইনজীবীর মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে। নিয়োজিত এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত আইনজীবীগণের সংক্ষিপ্ত দায়িত্ব নিম্নরূপঃ

(ক) আপীল বিভাগঃ

- ✓ সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক রিভিউ পিটিশন দায়ের ও পরিচালনা।
- ✓ নির্দেশনা মোতাবেক সিভিল পিটিশন/সিভিল মিসসিলিনিয়াস পিটিশন/ সিভিল পিটিশন ফর লীপ টু আপীল ইত্যাদির পেপার প্রস্তুতসহ ড্রাফটিং এবং ফাইলিং।
- ✓ এফিডেভিট ইন-অপজিশন/কাউন্টার এফিডেভিট।
- ✓ ঘটনার প্রকৃত বিবরণী/দফাওয়ারী জবাব প্রস্তুত এবং আদালতে উপস্থাপন।
- ✓ যে কোন ইন্টারলোকুটরি আবেদন/বিবরণ।

CamScanner

- ✓ শুনানীতে অংশ গ্রহণ।
- ✓ পেপার বুক প্রস্তুত।
- ✓ আইন সংক্রান্ত বিষয়ে আইনী মতামতসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে আইনী সহায়তা প্রদান।
- ✓ দায়িত্বপ্রাপ্ত মামলা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যাবলী।

(খ) হাইকোর্ট বিভাগঃ

- ✓ বাংলাদেশ রেলওয়ে তথা সরকারের চাহিদা মোতাবেক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন দায়ের ও পরিচালনা।
- ✓ সরকারের বিপক্ষে দায়েরকৃত রিট পিটিশন পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন।
- ✓ নিম্ন আদালতের রায়/আদেশের বিরুদ্ধে সিভিল রিভিশন মামলা দায়ের/পরিচালনা এবং রেলওয়ে তথা সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত সিভিল রিভিশন মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন।
- ✓ আদালতে যে কোন মামলার ড্রাফটিং এবং ফাইলিং।
- ✓ শুনানীতে অংশ গ্রহণ।
- ✓ ঘটনার প্রকৃত বিবরণী/দফাওয়ারী জবাব আদালতে উপস্থাপন/এফিডেভিট ইন-অপজিশন/কাউন্টার এফিডেভিট।
- ✓ যে কোন ইন্টারলোকুটরি এপ্লিকেশন (নিষেধাজ্ঞা চেয়ে পিটিশন/পিটিশন ফর এটাচম্যান্ট)
- ✓ কোর্টের রায়, আদেশ প্রভৃতির সার্টিফাইড কপি উত্তোলন এবং সংরক্ষণ।
- ✓ আইন সংক্রান্ত বিষয়ে আইনী মতামতসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে আইনী সহায়তা প্রদান।
- ✓ দায়িত্বপ্রাপ্ত মামলা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যাবলী।

(গ) প্রশাসনিক আপীলেট ট্রাইব্যুনালঃ

- ✓ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ।
- ✓ রেলওয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে দায়ের কৃত আপীল পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ।
- ✓ শুনানীতে অংশগ্রহণ।
- ✓ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের রায়/আদেশের সার্টিফাইড কপি উত্তোলন।
- ✓ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের রায়/আদেশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন।
- ✓ মামলা চলাকালীন সময়ে রেলওয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে অর্ন্তবর্তীকালীন কোন আদেশ হলে উহার সার্টিফাইড কপি উত্তোলনপূর্বক পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ✓ মামলা চলাকালীন যেকোন পর্যায়ে মতামত চাওয়া সাপেক্ষে আইনি মতামত প্রদান।

৫। আইনজীবীর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকের কার্যালয়ের জন্য মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের প্যানেল আইনজীবী হিসেবে অন্তর্ভূক্তির আগ্রহ ব্যক্তকারী আইনজীবীর নিম্নোক্ত যোগ্যতা থাকতে হবেঃ

(ক) স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন বিষয়ে ডিগ্রী।

(খ) প্রার্থীর সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৬০ (ষাট) বছর। তবে অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ, বিচারপতি ও সিনিয়র আইনজীবীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।

(গ) বার কাউন্সিলের সনদ।

(ঘ) মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের প্যানেল আইনজীবীদের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগে মামলা পরিচালনায় ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(ঙ) মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের প্যানেল আইনজীবীদের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগে মামলা পরিচালনায় ১০ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা এবং আপীল বিভাগে তালিকাভুক্তিসহ মামলা পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চ) প্যানেল আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্তি/অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকার পাবে।

৬। চুক্তির (প্যানেলভুক্তি) মেয়াদ ও শর্তাবলী

"রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের জন্য প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ নীতিমালা-২০২১ (সংশোধিত)"-এর আওতায় প্যানেল আইনজীবীগণ ৩(তিন) বছরের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত (অস্থায়ীভাবে) হবেন এবং উভয়পক্ষের সম্মতিতে নিয়োগ প্রতি ২ (দুই) বছরের জন্য নবায়ন করা যেতে পারে। কিন্তু, চুক্তি/প্যানেলভুক্তির মেয়াদ নিয়োগকৃত প্যানেল আইনজীবীর সেবা প্রদান ও সন্তুষ্টির ওপর বাড়ানো/কমানো যেতে পারে। চুক্তির (প্যানেলভুক্তি) অন্যান্য শর্তাবলী "রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের জন্য প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ নীতিমালা-২০২১ (সংশোধিত)"- অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

৭। নিয়োগ প্রক্রিয়া

অনুমোদিত নীতিমালার আলোকে আইনজীবী প্যানেলভুক্তি/নিয়োগের জন্য ২টি জাতীয় (১টি বাংলা ও ১টি ইংরেজি) পত্রিকায় আগ্রহব্যক্তকরণের বিজ্ঞপ্তি আহবানকরতঃ যোগ্যতাসম্পন্ন আইনজীবীগণকে প্যানেলভুক্ত করা হবে।

CamScanner

৮। নির্ধারিত ভাতা

রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের জন্য প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ নীতিমালা-২০২১ (সংশোধিত) অনুযায়ী প্যানেল আইনজীবীদের ভাতা নিম্নরূপ নির্ধারিতঃ

ক্রম	আদালতের নাম	কাজের ধরন	নির্ধারিত ভাতা	মন্তব্য
১	মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ	ক) পেপার বুক তৈরীসহ সিপিএলএ, সিভিল আপীল ও রিভিউ দায়েরের যাবতীয় কাজ, দফাওয়ারি জবাব, এফিডেভিট ইন অপোজিশন প্রস্তুতসহ জবাব দেওয়ার যাবতীয় কাজ (প্রতি মামলা) খ) কোর্ট ফি, টাইপিং খরচ, কাগজ-কলমসহ বিবিধ খরচ বাবদ (প্রতি মামলা) গ) প্রতি মামলা পূর্ণ শুনানী	ক) এ্যাডভোকেট ফি (ক্লার্ক ফিসহ) = ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা। খ) প্রকৃত ব্যয়। গ) ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা।	ভ্যাট ও আয়কর কর্তনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে।
	ঐ	ক) বিশেষ আবেদন শুনানী বাবদ (প্রতি মামলা) খ) বিশেষ আবেদন প্রস্তুতির জন্য কোর্ট ফি, টাইপিং খরচ, কাগজ-কলমসহ বিবিধ খরচ বাবদ (প্রতি মামলা)	ক) এ্যাডভোকেট ফি (ক্লার্ক ফিসহ) = ৫,৫০০/- (পাঁচ হাজার পাঁচশত) টাকা। খ) প্রকৃত ব্যয়।	ঐ
		কজ লিস্টে আছে মামলার শুনানীর জন্য প্রস্তুত তবে শুনানী হয়নি (প্রতিদিনের হাজিরা)	১,০০০/- (এক হাজার) টাকা।	ঐ
২	মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ	ক) পেপার বুক তৈরীসহ সিপিএলএ, সিভিল আপীল ও রিভিউ দায়েরের যাবতীয় কাজ, দফাওয়ারি জবাব, এফিডেভিট ইন অপোজিশন প্রস্তুতসহ জবাব দেওয়ার যাবতীয় কাজ (প্রতি মামলা) খ) কোর্ট ফি, টাইপিং খরচ, কাগজ-কলমসহ বিবিধ খরচ বাবদ (প্রতি মামলা) গ) প্রতি মামলা পূর্ণ শুনানী	ক) এ্যাডভোকেট ফি (ক্লার্ক ফিসহ) = ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা। খ) প্রকৃত ব্যয়। গ) ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা।	ঐ
	প্রশাসনিক আপীলেট ট্রাইব্যুনাল	ক) পেপার বুক তৈরীসহ সিপিএলএ, সিভিল আপীল ও রিভিউ দায়েরের যাবতীয় কাজ, দফাওয়ারি জবাব, এফিডেভিট ইন অপোজিশন প্রস্তুতসহ জবাব দেওয়ার যাবতীয় কাজ (প্রতি মামলা) খ) কোর্ট ফি, টাইপিং খরচ, কাগজ-কলমসহ বিবিধ খরচ বাবদ (প্রতি মামলা) গ) প্রতি মামলা পূর্ণ শুনানী	ক) এ্যাডভোকেট ফি (ক্লার্ক ফিসহ) = ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা। খ) প্রকৃত ব্যয়। গ) ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা।	ঐ
		কজ লিস্টে আছে মামলার শুনানীর জন্য প্রস্তুত তবে শুনানী হয়নি (প্রতিদিনের হাজিরা)	৫০০/- (পাঁচশত) টাকা।	ঐ
৩	মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ/হাইকোর্ট বিভাগ/প্রশাসনিক আপীলেট ট্রাইব্যুনাল	রায়ের সার্টিফিকেট কপি উত্তোলন	প্রকৃত ব্যয়।	ঐ

৯। অস্পষ্টতা দূরীকরণ

কর্মপরিধির কোন বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হলে বা নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক বিষয় উদ্ভব হলে রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের জন্য প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ নীতিমালা-২০২১ (সংশোধিত) প্রাধান্য পাবে এবং যেকোন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১০। উপসংহার

বর্ণিত নীতিমালার আলোকে প্যানেল আইনজীবী হিসেবে অন্তর্ভুক্তির নিমিত্ত আগ্রহব্যক্তকারী আইনজীবীগন সুপারিশকৃত হওয়ার পর বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকের কার্যালয়, যুগ্ম-মহাপরিচালক (পার্সোনেল) দপ্তরের সিনিয়র আইন কর্মকর্তা বা আইন কর্মকর্তা সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষে মামলা পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন।

৫/৩/২৫

CamScanner